ধর্ষণের অভিযোগ ওঠা গাংনীর সেই আলোচিত প্রধান শিক্ষক বরখাস্ত

ছাত্রীকে ধর্ষন ও অশ্লীল ভিডিও কান্ডে ভাইরাল হওয়া মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়নের হাড়াভাঙ্গা এইচ বি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের আলোচিত সেই প্রধান শিক্ষক রাজু আহমেদ কে চুড়ান্ত বরখাস্ত করেছে যশোর শিক্ষা বোর্ডের আপিল এন্ড আর্বিট্রেশন কমিটি।

যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের নির্দেশে বিদ্যালয় পরিদর্শক প্রফেসর ড. মোঃ কামরুজ্জামান গত ২৯ এপ্রিল বরখাস্তের চুড়ান্ত সিদ্ধান্তের চিঠি সংশ্লিষ্ট দপ্তর গুলোতে দিয়েছে।

দীর্ঘদিন পলাতক থাকার পর গতকাল (২৪ফেব্রুয়ারি২০২৬)মঙ্গলবার মেহেরপুর সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জাহিদুর রহমানের আদালতে আত্মসমর্থন করে জামিনের আবেদন করে। বিচারক তার জামিন আবেদন নাম মঞ্জুর করে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দেয়।

সেই থেকে এখন পর্যন্ত জেল হাজতে রয়েছে প্রধান শিক্ষক রাজু আহমেদ ।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এস আই আতোয়ার জানান, মামলার আলামত ফরেনসিক প্রতিবেদনের জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। এছাড়া তদন্ত কার্যক্রম চলছে। তদন্ত শেষে আদালতে প্রতিবেদন দেয়া হবে।

এছাড়া প্রধান শিক্ষক রাজু আহমেদের বিরুদ্ধে ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন (সংশোধনী ২০০৩) এর ৭/৯(১)/১০ ধারায় সপ্না খাতুন গত ২৪ নভেম্বর সোমবার মেহেরপুর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে মামলার আবেদন করেন। বিচারক আলী মাসুদ শেখ আবেদনটি আমলে নিয়ে মামলা নথিভুক্ত করতে গাংনী থানাকে নির্দেশ দিলে গত ২৮ নভেম্বর মামলাটি নথিভুক্ত করা হয়। গাংনী থানার মামলা নং ৩৪। আদালতের মামলা নম্বর ৩৬৬/২৫।

এদিকে শিক্ষা বোর্ডের বরখাস্তের চিঠিতে বলা হয়েছে, গত ১৫-০৪-

২০২৬ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত আপিল এন্ড আর্বিট্রেশন কমিটির ৮৯তম সভার ৮৯(২) নং আলোচ্যসূচির ১২ (বার) নং ক্রমিকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক মেহেরপুর জেলার গাংরী উপজেলাধীন এইচ. বি মাধ্যমিক বিদ্যালয়-এর সাময়িক বরখাস্তকৃত প্রধান শিক্ষক জনাব রাজু আহমেদ-কে চূড়ান্ত বরখাস্তকরণে অনুমতি প্রদানের জন্য আপিল এন্ড আর্বিট্রেশন কমিটির সভায় চূড়ান্ত বরখাস্তের আবেদন মঞ্জুর করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

সপ্না খাতুন তার মামলার এজাহারে দাবি করেছে, কাজিপুর গ্রামের মৃত আফাজ উদ্দিনের ছেলে প্রধান শিক্ষক মোঃ রাজু আহমেদ ২০২২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবসের দিন তার অফিসে একা ডেকে নিয়ে নানা রকম প্রলোভনে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে হাত দেয়। বাধা দিতে গেলে মুখ চেপে ধরে খুন করে ফেলার হুমকি দিয়ে জোর পূর্বক ধর্ষন করে। এভাবে ১০/১১/২০২৫ সাল পর্যন্ত দিনের পর দিন আমাকে স্কুলের অফিস রুম সহ বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে ধর্ষন করতে থাকে।

এছাড়া রাজু মাষ্টার তার মোবাইল ফোন থেকে তাকে ফোন করেন এবং যৌনাঙ্গ প্রদর্শন সহ বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি করে যৌন হয়রানী করতে থাকে দিনের পর দিন।

এই ভাবে আসামী আমার কুষ্টিয়াতে বিয়ের প্রলোভন দিয়ে কুষ্টিয়া শহরে তার এক আত্মীয়ের বাড়ীতে নিয়ে স্ত্রীর পরিচয় দিয়ে দিনের পর দিন ধর্ষন করত।

শেষ ঘটনার তারিখ ও সময়ে বিয়ের কথা বলে তার অফিসে স্কুল ছুটির পরে ডেকে নিয়ে দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়ে একাধিক বার জোর পূর্বক ধর্ষন করে।

নিরুপায় হয়ে ধর্ষক রাজু মাষ্টারের বিরুদ্ধে ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন (সংশোধনী ২০০৩) এর ৭/৯(১)/১০ ধারায় মামলা দায়ের করেছি।

মামলায় তিনি ন্যায় বিচার প্রত্যাশা করেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সপ্নার আত্মীয়-স্বজনরা জানিয়েছেন, বহিস্কৃত প্রধান শিক্ষক রাজু ও তার সহযোগীদের চাপের মুখে রয়েছেন।

বরখাস্তকৃত প্রধান শিক্ষক রাজু আহমেদ জেল হাজাতে থাকার কারনে তার বক্তব্য জানা সম্ভব হয়নি।

দুদকের মামলায় আখিতারা জেলে, এখনো করা হয়নি সাময়িক বরখাস্ত

ভুয়া সনদে নিয়োগ নেওয়ায় দুদকের মামলায় মেহেরপুর সদর উপজেলার বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী লাইব্রেরিয়ান আখিতারার জেল হাজতে সময় কাটালেও তাকে এখনো সাময়িক বরখাস্ত করেনি স্কুল ম্যানেজিং কমিটি। এনিয়ে ম্যানেজিং কমিটির ভুমিকা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে।

গত ১০ জুলাই মেহেরপুরের স্পেশাল ট্রাইবুনাল আদালতের বিচারক এস এম নাসিম রেজা আখিতারাকে জেল হাজতে পাঠান। অথচ প্রায় দুই সপ্তাহ পার হলেও বিধি লঙ্ঘন করে বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি সহকারী লাইব্রেরিয়ান আখিতারাকে এখনো সাময়িক বরখাস্ত না করে নিশ্চুপ রয়েছেন।

জানা গেছে, দুর্নীতি দমন কমিশন, জেলা সমন্বিত কার্যালয় কুষ্টিয়ার উপ-সহকারী পরিচালক মাইদুল ইসলাম বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন। মামলা নম্বর ০৩/২০২৪, তারিখ ০৫ নভেম্বর ২০২৪।

বাদী তার এজাহারে উল্লেখ করেন, বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী লাইব্রেরিয়ান আখিতারা খাতুন ভুয়া সার্টিফিকেট খাঁটি হিসেবে উপস্থাপন করে চাকুরি গ্রহণপূর্বক সরকারি ৮ লাখ ৮২ হাজার ১২৭ টাকা আত্মসাতের অপরাধ করেছেন।

এই মামলায় আরও তিনজন আসামি যুক্ত আছেন। তারা হলেন, বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ, সাবেক সদর উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা বিনয় কুমার চাকি এবং বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সাবেক সভাপতি গোলাম মোস্তফা শান্তি। উক্ত আসামি তিনজন আখিতারা খাতুনের সাথে পারস্পরিক যোগসাজশে ভুয়া সার্টিফিকেট ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে চাকরিতে নিয়োগ প্রদান করেন।

গত ২৫ মে মেহেরপুর জেলা জজ আদালত চারজন আসামির বিরুদ্ধেই গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন। তিনজন আসামি ইতোমধ্যেই জামিন পেলেও আখিতারাকে জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন আদালত।

বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি আফারুল ইসলাম ডাবলুকে জিজ্ঞেস করা হয় আখিতারা খাতুনকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে কি না। তিনি উত্তরে বলেন, আমি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে অর্ডার দিয়ে দিয়েছি তাকে সাময়িক বরখাস্ত করার জন্য। কিন্তু প্রধান শিক্ষক এখনো করেছেন কি না বলতে পারছি না।

মেহেরপুর সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মনিরুল ইসলাম বলেন, আমি বিষয়টি এখনো অবগত নই। খোঁজ নেব এবং এ বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দেব।

এ বিষয়ে জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হজরত আলীকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, চাকরির বিধি অনুযায়ী বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত নিয়ে তাকে সাময়িক বরখাস্ত করার বিধান আছে।

মেহেরপুর সদর উপজেলার বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি নানাধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতিতে নিমজ্জিত। প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদের নামে স্থানীয় ও জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বহু নিউজ প্রকাশিত হয়েছে। মেহেরপুর প্রতিদিনে সিরিজ নিউজ হয়েছে। তার বিরুদ্ধে একটি হত্যা মামলাও চলমান। বর্তমানে দুর্নীতি দমন কমিশনের একটি মামলায় চার্জশিটভুক্ত আসামি এবং আরও তিনটি মামলা চার্জশিটের অপেক্ষায়।

একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষকের এই মাত্রার স্খলন থাকলে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা জীবন কতটা নিরাপদ সেটি একটি বড় প্রশ্ন। এলাকার সাধারণ মানুষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি নিয়ে ভীষণ উদ্বিগ্ন। তাদের দাবি, অতিসত্বর প্রতিষ্ঠানটিকে নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে ফিরিয়ে আনতে হবে। শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির প্রশ্নে সংশ্লিষ্টদের দ্রুত হস্তক্ষেপ কামনা করেন তারা।

জাতীয় দলের কোচ হাথুরুসিংহে

বরখাস্ত,নতুন কোচ সিমন্স

দেশের ক্ষমতার পটপরিবর্তনের পর চাকরি ঝুলে গিয়েছিল টাইগার হেড কোচ চন্ডিকা হাথুরুসিংহের। বিসিবি সভাপতি হিসেবে নাজমুল হাসান পাপনের স্থলাভিষিক্ত হওয়া ফারুক আহমেদ নিজের প্রথম সংবাদ সম্মেলনেই জানিয়েছিলেন হাথুরুর বিকল্প কোচ খোঁজার কথা। যদিও পাকিস্তান সিরিজে অবিশ্বাস্য ফল এবং পরপরই ভারতের মাটিতে সিরিজ। সব মিলিয়ে হাথুরু অধ্যায় অনেকটা চাপা পড়ে গিয়েছিল।

মঙ্গলবার (১৫ অক্টোবর) মিরপুরে সংবাদ সম্মেলনে ফারুক বলেছেন, ‘বরখাস্ত করার আগে আমরা তাকে নিয়ম মেনে শোকজ নোটিশ করেছি। ৪৮ ঘণ্টার জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে তাকে। এরপর আমরা বরখাস্ত করব। চ্যাম্পিয়নস ট্রফি পর্যন্ত কোচ ফিল সিমন্স।’

২০১৪ সালের জুন থেকে ২০১৭ সালের অক্টোবর পর্যন্ত প্রথম মেয়াদে বাংলাদেশ জাতীয় দলের হেড কোচ ছিলেন চন্ডিকা হাথুরুসিংহে। কিন্তু সেবার চুক্তির মাঝপথে হাথুরুসিংহে অনেকটা আকস্মিকভাবে বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যান। সেই সময়ে আলোচনা ওঠে, কোনও ক্রিকেটার বা বোর্ড কর্তার সঙ্গে খারাপ সম্পর্কের কারণেই হয়ত দেশ ছাড়েন তিনি। যদিও অনেক পরে এসে জানান, শ্রীলঙ্কার কোচ হওয়ার কারণেই সেই সময়ে বাংলাদেশের দায়িত্ব ছাড়েন তিনি।

২০২৩ সালে দ্বিতীয় মেয়াদে বাংলাদেশের কোচ হয়ে আসেন শ্রীলঙ্কার কোচ চন্ডিকা হাথুরুসিংহে। ৩৫ হাজার ডলারে তার সঙ্গে চুক্তি করা হয়েছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে। যে চুক্তির মেয়াদ ছিল ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। তবে চুক্তি অনুযায়ী মেয়াদ পূরণ না করে এবারও বরখাস্ত করা হলো হাথুরুসিংহেকে।

সূত্র: ইত্তেফাক

বিটিআরসি চেয়ারম্যানের পিএসসহ দুই কর্মকর্তা বরখাস্ত

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) চেয়ারম্যানের ব্যক্তিগত সচিবসহ (পিএস) দুই কর্মকর্তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। তারা হলেন- প্রশাসন বিভাগের উপপরিচালক ও চেয়ারম্যানের পিএস আমজাদ হোসেন নিপু এবং ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড অপারেশন্স (ইঅ্যান্ডও) বিভাগের উপপরিচালক মাহদী আহমেদ।

কমিশনের প্রায় শতাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারীর দাবির মুখে এ দুই কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে। যদিও তাদের দাবি অনুযায়ী চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মহিউদ্দিন আহমেদের বিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। চেয়ারম্যানের পক্ষ থেকেও পদত্যাগের কোনো সিদ্ধান্ত এখনো আসেনি।

রোববার (১১ আগস্ট) সাড়ে ১১টার দিকে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বিটিআরসি কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ ও সমাবেশ শুরু করেন প্রায় শতাধিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। এ সময় চেয়ারম্যানসহ ভাইস চেয়ারম্যান আমিনুল হক এবং কমিশনার দেলোয়ার হোসাইন কমিশনে ছিলেন না। তবে অন্য দুই কমিশনার প্রকৌশলী রিয়াজ আহমেদ (স্পেকট্রাম) এবং ড. মুশফিক মান্না চৌধুরী (অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব) কমিশনে উপস্থিত ছিলেন।

বিক্ষোভকারীরা জানান, চেয়ারম্যান প্রকৌশলী রিয়াজ আহমেদ এবং তার ব্যক্তিগত সচিব (পিএস) আমজাদ হোসেন ছাত্রজীবনে ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। দলীয় পরিচয় ব্যবহার করে বিটিআরসিতে নিয়োগ পান এবং পরবর্তীতে বিটিআরসিতেও ব্যাপক দলীয়করণ এবং অনিয়ম ও দুর্নীতি করেন। এসব কাজে তাদের বিশ্বস্ত সহযোগী ছিলেন চেয়ারম্যানের নিয়ন্ত্রণাধীন ইঅ্যান্ডও বিভাগের উপপরিচালক মাহদী আহমেদ।

বিক্ষোভের অন্যতম নেতৃত্বদানকারী একই বিভাগের সিনিয়র সহকারী পরিচালক আব্দুল্লাহ আল আমীন বলেন, ব্যাপক দুর্নীতি, দলীয়করণ এবং স্বেচ্ছাচারিতা করেছেন প্রকৌশলী মহিউদ্দিন আহমেদ। এ কাজে তাদের সহযোগী ছিলেন আমজাদ এবং মাহদী। চেয়ারম্যান বুয়েটে ছাত্রলীগের

সভাপতি এবং আমজাদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচার সম্পাদক ছিলেন। তাদের কারণে অনেক মেধাবী ও যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মকর্তা-কর্মচারী বঞ্চিত হয়েছেন। আমরা তাদের পদত্যাগ চাই। চেয়ারম্যান আজ (রোববার) অফিসে আসেননি এবং তার পিএস আমজাদ পালিয়েছে। মাহদীকে তার কক্ষে অবরুদ্ধ রাখা হয়েছে। পদত্যাগ না করলে তাকে ছাড়া হবে না।

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিক্ষোভের বিষয়ে জানতে মোবাইল ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মহিউদ্দিন আহমেদের মোবাইল বন্ধ পাওয়া যায়। পরবর্তীতে ভাইস চেয়ারম্যান আমিনুল হক জানান, ডায়রিয়ায় অসুস্থ বলে তাকে জানিয়েছেন চেয়ারম্যান।

বিক্ষোভকারীদের দাবির বিষয়ে জানতে চাইলে আমিনুল হক কালবেলাকে বলেন, উপদেষ্টা মহোদয়ের সভায় বিটিআরসির প্রতিনিধিত্ব করতে সকাল থেকে সচিবালয়ে ছিলাম। সভাশেষে দুপুর আড়াইটার দিকে বিষয়টি জানতে পারি।

অভিযুক্ত কর্মকর্তাদের বিষয়ে কী পদক্ষেপ নেওয়া হবে এমন প্রশ্নের জবাবে ভাইস চেয়ারম্যান বলেন, যেহেতু সবার একটা সেন্টিমেন্ট (অনুভূতি) আছে, সেটাকে একেবারে অবহেলা করা যায় না। তাদের সেই সেন্টিমেন্ট কীভাবে প্রশমিত করা যায় সেজন্য বিধিমালা দেখছি। বিধিসম্মত এবং সঠিকভাবে ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়টি দেখা হচ্ছে।

এর প্রেক্ষিতে রোববার সন্ধ্যায় ওই দুই কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্ত করে পৃথক পৃথক অফিস আদেশ জারি করে কমিশন। কমিশনের প্রশাসন বিভাগের পরিচালক আফতাব মো. রাশেদুল ওয়াদুদ স্বাক্ষরিত অফিস আদেশগুলোতে বলা হয়, ওই কর্মকর্তার (আমজাদ ও মাহদী) বিরুদ্ধে বিভিন্ন জাতীয় ও অনলাইন পত্রিকায় অসাধু সিন্ডিকেটে জড়িত থেকে দুর্নীতি করেছেন মর্মে অভিযোগ উত্থাপিত হওয়ায় এবং কর্মচারীরা বিভিন্ন সময়ে নিপীড়ন ও নিষ্পেষনের প্রেক্ষিতে তাকে বিটিআরসি চাকরি প্রবিধিমালা ২০২২ বিধি-৪৮ ও ৫৪ ধারা এবং সরকারি চাকরি (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৩ (খ), (ঘ), (ই) ও বিধি-১২ (১) অনুযায়ী কমিশনের চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে উল্লেখ করে বরখাস্তকৃত কর্মকর্তারা বিধি অনুযায়ী খোরাকি ভাতা পাবেন বলে অফিস আদেশে উল্লেখ করা হয়।

সূত্র: কালবেলা

আলমডাঙ্গায় প্রেমিক যুগলের গলায় জুতার মালা: ইউপি চেয়ারম্যান বরখাস্ত

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার খাসকররা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তাফসির আহমেদ মল্লিক লালকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। তিওরবিলা গ্রামের প্রবাসীর স্ত্রীর সাথে পরকীয়ার অভিযোগ তুলে প্রেমিক যুগলের গলায় জুতার মালা পরিয়ে মারধর ও চাঁদা দাবির ঘটনায় মামলা দায়ের করা হয়। ওই মামলার প্রেক্ষিতে এ আদেশ দেওয়া হয়। স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ ইউপি শাখা-১ এ সংক্রান্ত আদেশ জারি করে। গত ৭ মে রাষ্ট্রপ্রতির আদেশক্রমে সিনিয়র সহকারী সচিব আনিসুজ্জামান স্বাক্ষরিত ওই আদেশ জারি করা হয়।
স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ ইউপি শাখা ১ এ সংক্রান্ত আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে যে,” খাসকররা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তাফসীর আহমেদ মল্লিক লালের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। যার মামলা নং-১ (জি.আর ১৫৫/২০২৩), তারিখ: ১২/১০/২০২৩। মামলাটি চুয়াডাঙ্গার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আমলে নেওয়ায় স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯- এর ৩৪(১) ধারা অনুযায়ী জেলা প্রশাসক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করেন।
জেলা প্রশাসকের সুপারিশের কারণে আলমডাঙ্গা উপজেলাধীন খাসকররা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব তাফসীর আহমেদ মল্লিক (লাল)-এর বিরুদ্ধে উল্লিখিত অভিযোগে তার দ্বারা ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষমতা প্রয়োগ প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণে সমীচীন নয় মর্মে সরকার মনে করে। যেকারণে খাসকররা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তাফসীর আহমেদ মল্লিকের (লাল) সংঘটিত অপরাধমূলক কার্যক্রম ইউনিয়ন পরিষদসহ জনস্বার্থের পরিপন্থী বিবেচনায় স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯-এর ৩৪(১) ধারা অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে তার পদ হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো।”
আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাস এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেন

আলমডাঙ্গায় নৌকার কর্মী হত্যা মামলায় ইউপি চেয়ারম্যান বিপুল বরখাস্ত

আলমডাঙ্গায় নৌকার কর্মী হত্যা মামলার চার্জশিটভুক্ত আসামি নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এজাজ ইমতিয়াজ বিপুল জোয়ার্দ্দারকে তাঁর পদ থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। গত সোমবার স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সহকারী সচিব পুরবী গোলদার স্বাক্ষরিত এ-সংক্রান্ত একটি চিঠি চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ও আলমডাঙ্গা ইউএনও বরাবরে পাঠানো হয়েছে। ই- মেইলে চিঠি পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আলমডাঙ্গা ইউএনও স্নিগ্ধা দাস।

চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, ইউপি চেয়ারম্যান এজাজ ইমতিয়াজ বিপুলের বিরুদ্ধে ২০২৩ সালের ২৪ মার্চ আলমডাঙ্গা থানায় হত্যা মামলা হয়েছে। এই মামলায় তাঁকে হত্যাকান্ডে হুকুম দাতা হিসেবে আসামি করে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ গত ৯ অক্টোবর অভিযোগপত্র দিলে তা চুয়াডাঙ্গার আদালতে গৃহীত হয়। ফলে তাঁর দ্বারা ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষমতা প্রয়োগ প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমীচীন নয় মর্মে সরকার মনে করে। সে জন্য এজাজ ইমতিয়াজ বিপুল জোয়ার্দ্দারের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধমূলক কার্যক্রম ইউনিয়ন পরিষদসহ জনস্বার্থের পরিপন্থি বিবেচনায় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের সুপারিশে স্থানীয় সরকার আইনের ৩৪-এর (১) ধারায় তাঁকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের ১১ মার্চ উপজেলার নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে প্রচারণার সময় আওয়ামী লীগ ও বিদ্রোহী প্রার্থীর কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এসময় আওয়ামী লীগ প্রার্থীর সমর্থক জহুরুলনগর গ্রামের আত্তাব মন্ডলের ছেলে দবির উদ্দিন, খবির উদ্দিন, আনিস ও একই গ্রামের ইসলাম লস্করের ছেলে মিয়াসহ বিদ্রোহী প্রার্থীর কয়েকজন কর্মী-সমর্থক আহত হন। এ ঘটনায় আহত দবিরের ছেলে খোকন ২৪ জনের নাম উল্লেখসহ আরও ১৫ জনকে অজ্ঞাত আসামি করে থানায় মামলা করেছিলেন। এরপর ১৩ দিন আইসিউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২৪

মার্চ শুক্রবার সকাল ১০টায় দবিরের মৃত্যু হলে, মামলায় হত্যা মামলার ধারা যুক্ত হয়। পরে পুলিশ চার্জশিট দাখিল করলে বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক ৯ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে জিআর ৪৯/২০২৩ মামলটি গৃহীত হয়। মামলার আসামি হয়েও বিপুল প্রথমবারের মতো ইউপি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন; অথচ তাঁর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। সম্প্রতি নিহত দবিরের ছেলে খোকন ইউপি চেয়ারম্যান বিপুলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী এবং সচিব বরাবর লিখিত অভিযোগ করেছিলেন।

হরিণাকুণ্ডুতে একই স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা বরখাস্ত

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার তোলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আমিরুল ইসলাম ও একই স্কুলের ধর্মীয় শিক্ষিকা আসমা খাতুনকে অনৈতিক কর্মকান্ডের অভিযোগে সাময়িক বরখাস্ত করেছে স্কুল কমিটি।

গতকাল বৃহস্পতিবার (২৬ জানুয়ারি) দুপুরে বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সিদ্ধান্তে তাদের এই সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি হাশিম মিয়া। তবে স্থানীয়রা ওই শিক্ষক-শিক্ষিকাকে স্থায়ী বহিষ্কারের দাবী জানিয়েছেন।

বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি হাশিম মিয়ার স্বাক্ষরিত পত্র থেকে জানা যায়,অভিযুক্ত শিক্ষক এবং শিক্ষিকার অনৈতিক সম্পর্কের কথোপকথনের স্ক্রিনশট সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়ায় কমিটির অধিকাংশ সদস্যের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ওই দুইজনকে আগামী দুই মাসের জন্য সাময়িক বরখাস্ত করা হলো। তবে পরবর্তীতে তাদের বিরুদ্ধে আর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা সেসংক্রান্ত কিছুই উল্লেখ করা হয়নি।

জানাযায়, গত ১৫ জানুয়ারি তোলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক আমিরুল ইসলাম ও শিক্ষিকা আসমা খাতুনের ফেইসবুক মেসেঞ্জারের

অশ্লীল কথোপকথনের স্ক্রিনশট সোস্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে এবং মুহূর্তেই তা ভাইরাল হয়। ম্যসেঞ্জারের অশ্লীল চ্যাট এর বিষয় সামনে আসার পরে বোঝা যায় শিক্ষক আমিরুল ও শিক্ষিকা আসমার মধ্যে দীর্ঘদিন পরকীয়া চলে আসছে। তাদের মোবাইল চ্যাটিং এ আরো বোঝা যায় যে তারা একে অপরের শরীর দেখা দেখিও করে এবং কোন এক আত্মীয়দের বাসায় যেয়ে নিজেদের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক করার পরিকল্পনাও তারা করেন।

তবে অভিযুক্ত শিক্ষক আমিরুল ইসলাম বলেন,আমি ফেইসবুক সম্পর্কে ভালো বুঝিনা। কেউ আমার আইডি হ্যাক করে আমার সুনাম ক্ষুন্ন করার জন্য এসব কাজ করেছে।

এদিকে তাদের অশ্লীল চ্যাটিং সামাজিক যোগাযোগে মাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পরে স্কুল পড়ুয়া ছেলে মেয়ে ও অভিভাবকদের মাঝে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে অবিভাবক ও এলাকাবাসী স্কুলে এসে ওই শিক্ষক ও শিক্ষিকাকে স্কুল থেকে বরখাস্ত ও চাকুরীচুত্য করার দাবি জানিয়ে প্রধান শিক্ষক ও সভাপতির উপরে চাপ প্রয়োগ করে। পরে থানা পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। প্রশাসনের উপস্থিতিতে ম্যানেজিং কমিটির সভায় অভিযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়।

এবিষয়ে তোলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি হাশিম মিয়া বলেন, ম্যানেজিং কমিটির বৈঠকে সদস্যদের সর্বসম্মতিক্রমে অভিযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাকে দুই মাসের জন্য সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। তবে পরবর্তীতে তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা,এমন প্রশ্নের কোনো জবাব তিনি দেননি।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আব্দুল বারী বলেন, এলাকার সামজিক কোন্দল থেকেই এই ঘটনা ঘটেছে। আসমা খাতুন ধর্মীয় শিক্ষক, সে এমন কাজ করতে পারে বলে আমার মনে হয়না। সাময়িক বরখাস্তের বিষয়ে তিনি কিছু বলতে পারেননি। সামনে সপ্তাহে স্কুলে গিয়ে বিষয়টি তিনি দেখবেন বলে জানান।

মেহেরপুর জামায়াতের আমির তাজ উদ্দিনকে মাদ্রাসা থেকে সাময়িক বরখাস্ত

কারা অন্তরিন মেহেরপুর জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা তাজ উদ্দিন খাঁনকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে মানিকনগর ডিএস আমিনিয়া আলিম মাদ্রাসা।

গত ১২ নভেম্বর মাদ্রাসার গভর্ণিং বডির সভায় তাকে সাময়িক বরখাস্তের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আসাদুল্লাহ আল গালিব। মাওলানা তাজ উদ্দিন খান মুজিবনগরের মানিকনগর ডিএস আমিনিয়া আলিম মাদ্রাসার সহকারী মৌলভী (শিক্ষক)। তিনি মুজিবনগর উপজেলার বল্লভপুর গ্রামের মৃত আবুল হোসেন খাঁনের ছেলে।

মাওলানা তাজ উদ্দিনকে গত ১ নভেম্বর মুজিবনগর থানা পুলিশ গ্রেফতার করে। এর পর থেকে তিনি কারাগারে হাজত বাস করছেন। তার বিরুদ্ধে নাশকতা, বিষ্ফোরক দ্রব্যসহ বিভিন্ন আইনে মেহেরপুর সদর থানায় দুটি, গাংনী থানায় এবং মুজিবনগর থানায় ৬টিসহ ৯টি মামলা রয়েছে। সবগুলো মামলা আদালতে বিচারাধীন রয়েছে।

মাওলানা তাজউদ্দিনের বিরুদ্ধে ৯টি মামলার অধিকাংশ মামলা নাশকতা ও বিষ্ফোরক দ্রব্য আইনে। মাদ্রাসার গভর্ণিং বডির শিক্ষক প্রতিনিধি শহিদুল ইসলাম ও নজির আহমেদ জানান, সহকারী মৌলভী তাজ উদ্দিন খাঁনের নামে অনেকগুলো মামলা চলমান থাকায় তাকে মাসের অনেক দিন আদালতে হাজিরা দিতে হয়। একই সঙ্গে আদালতে হাজিরার দিনও তিনি মাদ্রাসাতেও হাজিরা দেন। এনিয়ে অন্যান্য শিক্ষকদের মধ্যে অসন্তোষ বিরাজ করছে। অন্যান্য শিক্ষকরা প্রতিদিন যথানিয়মে মাদ্রাসা হাজিরা দিলেও মাওলানা তাজ উদ্দিন খান মামলার হাজিরা দেখিয়ে অনেক দিন মাদ্রাসাতে দুপুরে হাজিরা দেন।

মাদ্রাসা শিক্ষকদের দাবী, তিনি ছুটি নিয়ে আদালতে হাজিরা দেবেন। একই ব্যক্তি একই দিনে দু যায়গায় হাজিরা দিতে পারেন না।

মুজিবনগর থানা সূত্রে জানা গেছে, ২০২২ সালে ১৩ ফেব্রয়ারি গাংনী থানায় বিশেষ ক্ষমতা আইনে একটি (যার নম্বর -১১/৩০), সদর থানায়

২০১২ সালের ১৩ নভেম্বর একটি (যার নম্বর-৫) এবং চলতি বছরের ৩০ জুলাই বিশেষ ক্ষমতা আইনে আরও একটি মামলা দায়ের হয় (যার নম্বর-৪৮)। এই মামলায় বর্তমানের তিনি হাজত বাস করছেন।

মুজিবনগর থানায় চলতি বছরের ২৪ জানুয়ারি বিশেষ ক্ষমতা আইনে একটি মামলা (যার নম্বর -১১), ২০২১ সালের ১ এপ্রিল বিষ্ফোরক আইনে একটি মামলা যার নম্বর-১/৩৩, ২০১৮ সালের ২ নভেম্বর (যার মামলা নম্বর-১), ১৩ সেপ্টেম্বর (যার মামলা নম্বর-৫), ৭ ফেব্রুয়ারি যার মামলা নম্বর-২) এবং ২০০৭ সালের ১৩ এপ্রিল একটি মামলা হয় (যার মামলা নম্বর-৫)।

মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেল বলেন, সুনির্দিষ্ট মামলার আসামি হিসেবে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে বর্তমানে ৯টি মামলা চলমান রয়েছে। নাশকতা, বিষ্ফোরক দ্রব্যসহ মারামারির মামলাও রয়েছে।

মানিকনগর ডিএইচএস ফাজিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আসাদুল্লাহ আল গালিব বলেন, গত ১২ নভেম্বর মাদ্রাসার গভর্ণিং বডির সভায় তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বরখাস্তের চিঠি পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।

তিনি আরও বলেন, মানবিক কারণে তাকে আদালতে হাজিরার দিনগুলোতে একটু ছাড় দেওয়া হয়। আমি ২০১৮ সালে যোগদান করার পর এবার দিয়ে তাকে দুই বার সাময়িক বরখাস্ত করা হলো।

সেই আলোচিত-সমালোচিত প্রধান শিক্ষক কালাম সাময়িক বরখাস্ত

মেহেরপুর সদর উপজেলার বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদকে এবার সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার (৪অক্টোবর) সকালে বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির বৈঠকে তাকে সাময়িক বরখাস্ত করে। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির

সদস্যদের নিয়ে বিদ্যালয়ে এক জরুরী সভা শেষে অন্যান্য সদস্যদের সর্ব সম্মতিক্রমে সভাপতি তাকে বরখাস্ত করেন।

বিদ্যালয়ের অর্থ আত্মসাৎ, বিদ্যালয়ের একজন সহকারী নারী শিক্ষকের সাথে অনৈতিক অভিযোগের ভিডিও ভাইরাল, শিক্ষকদের টিউশন ফিস আত্মসাৎ, অবৈধ নিয়োগ বাণিজ্য, শিক্ষকদের সাথে দূর্ব্যবহার, জাল সার্টিফিকেট বিক্রি, আদালতের মামলায় দুদকের তদন্ত, বারাদী বাজার কমিটির সভাপতি আলাউদ্দীন হত্যা মামলার প্রধান আসামিসহ নানা অভিযোগ আনা হয় প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদের বিরুদ্ধে।

আবুল কালাম আজাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে বিস্তর অভিযোগে মেহেরপুর প্রতিদিনসহ বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রতিবেদন প্রকাশ হয়।

সাম্প্রতিক সময়ে প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ ও একজন সহকারী শিক্ষিকার ভিডিও ফেইসবুকগুলোতে ভেসে বেড়াচ্ছে। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে গভীর রাতে প্রধান শিক্ষক আবুল কালা আজাদ ও ওই সহকারী শিক্ষিকা একটি বাড়ি থেকে বের হয়ে মোটরসাইকেলযোগে পালানোর চেষ্টা করছেন। কিছু যুবক তাদের আটকিয়ে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে। এক পর্যায়ে ওই শিক্ষিকা যুবকদের পা ধরে বিষয়টি না জানানোর অনুরোধ করছে। এছাড়া প্রধান শিক্ষক নানাভাবে তাদের ম্যানেজ করার চেষ্টা করছেন।

একজন ছাত্রের মোবাইল ফোন নিয়ে ফেরত না দেওয়ায় গত ২৯ সেপ্টেম্বর বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থীরা প্রধান শিক্ষককে না পেয়ে তার অফিস রুমে তালা লাগিয়ে দিনভর বিক্ষোভ করে।

বিদ্যালয়ের প্রাক্তন এবং বর্তমান শিক্ষার্থীদের দাবীর সাথে সহমত প্রকাশ করে বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির বিদ্যুৎসাহি সদস্য ও গ্রাম আওয়ামীলীগের সভাপতি নিয়ামুল হক, স্বেচ্ছাসেবকলীগের ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি আকরামুল হক, বারাদী ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন।

বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদের সাথে বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষিকার সাথে যৌণ কেলেংকারীর ভিডিয়ো প্রকাশ করে দেই। এসময় তারা এসএসসি পরীক্ষার ফ্রম ফ্লাবের নামে অতিরিক্ত অর্থ আদায়, ভর্তি ফিসসহ নানা অজুহাতে অর্থগ্রহণের অভিযোগ করেন।

এছাড়া অন্যান্য শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, প্রধান শিক্ষক আবুল

কালাম আজাদ ২০২১-২২ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে নেওয়া অতিরিক্ত অর্থ সরকারীভাবে ফেরত দেওয়ার নির্দেশ থাকলেও অদ্যবধি সে টাকা ফেরত দেননি। শিক্ষার্থীরা বারবার তার কাছে আসলেও সে টাকা ফেরত দেইনি।

সহকারী প্রধান শিক্ষকসহ অন্যান্য শিক্ষকরা বলেন, প্রধান শিক্ষক সৈরাচারী কায়দায় সব ধরণের কাজ করে থাকেন। আমাদের কোনো কিছুই জানান না তিনি। অতিরিক্ত টাকা পয়সা উত্তোলনসহ নানা অভিযোগ তোলেন তার বিরুদ্ধে।

এদিকে প্রধান শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত করাই এলাকায় শিক্ষার্থীরা মিষ্টি বিতরণ করেছে বলে খবর পাওয়া গেছে।